শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা শুরু ১ জুলাই

সূচি পরিবর্তনের কারণ জাতীয় উদ্ভাবনী কর্মসূচি

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ২৬ জুন ২০২৬ | ০৮:৫৬

| প্রিন্ট সংস্করণ

সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং স্কুল অ্যান্ড কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্ধবার্ষিক ও প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১ জুলাই থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে ১৬ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

গত মঙ্গলবার জারি করা মাউশির এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, ২৮ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র সমকালকে জানিয়েছে, ২৯ জুন রাজধানীতে অনুষ্ঠেয় ‘স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’-এর জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত আয়োজনকে কেন্দ্র করেই মূলত পরীক্ষার সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনী চিন্তা ও উদ্যোক্তা মনোভাব বিকাশের লক্ষ্যে এ বছর প্রথমবারের মতো এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাউশির এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিম। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণে তিন ধাপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছেন। প্রতিটি দলে তিন শিক্ষার্থী ও দুজন শিক্ষক রয়েছেন। বিপুল সাড়া পাওয়ায় লক্ষাধিক দল নিবন্ধন করেছে।

প্রতিযোগিতার উপজেলা ও থানা পর্যায়ের বিজয়ী দলগুলো জেলা পর্যায়ে অংশ নেয়। জেলা ও মহানগর পর্যায় থেকে নির্বাচিত সেরা ১০০টি দল আগামী ২৯ জুন চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত অনুষ্ঠানে উদ্ভাবনী ধারণা, বিজ্ঞান প্রকল্প ও স্টার্টআপ উপস্থাপন করবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

চূড়ান্ত পর্ব থেকে সেরা ১০টি দল নির্বাচন করা হবে। বিজয়ী শিক্ষার্থীরা পাবেন ২০ হাজার টাকা ও সনদপত্র, আর বিজয়ী শিক্ষকরা পাবেন ৩০ হাজার টাকা ও সনদপত্র।

অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউল কবির দুলু সমকালকে বলেন, কী কারণে পরীক্ষা পেছানো হয়েছে তা খোলাসা করা হয়নি। এটুকু বলতে পারি, পরীক্ষার্থীরা যে প্রস্তুতি নিয়েছিল, পরীক্ষা পেছানোর কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে।